21/08/2020

CLASS - III

রচনা

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

মানব সভ্যতা প্রতিনিয়ত চলছে বিজ্ঞানের হাত ধরে। তাই আধুনিক যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। মানব জীবনে এমন কোনো দিন নেই যা বিজ্ঞানের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত। এমনকি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনও বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই যে জীবন শুরু করি, সেখানেই পাই বিজ্ঞানের অবদান। সকালে উঠেই গ্যাস স্টোভ, বৈদ্যুতিক জল গরম করার হয় চা বা দুধ তৈরির জন্য। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনোর জন্য মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক, কাগজ, কলম ব্যবহার করে তাও বিজ্ঞানের অবদান। একটু বেলা পড়তেই আমরা খুলে দিই বৈদ্যুতিক পাখা অথবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র। সন্ধ্যেবেলায় জ্বলে বৈদ্যুতিক আলো, চলে খাদ্য সংরক্ষনের জন্য রেফ্রিজারেটর। বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে নানা প্রকার কল্যানকর ওষুধ। বিজ্ঞানের প্রভাবেই আমরা

(P.T.O)

দ্রুত নিরাময় হয়ে উঠি।

বিদ্যালয় বা কর্মস্থলে গমন করার জন্য আমরা যে পরিবহন ব্যবহার করি, সে তো বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলেই সম্ভব হয়েছে। সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে গৃহে ফিরে প্রত্যেকেই চায় একটু বিনোদন। মার্কনি আবিষ্কৃত রেডিও কিংবা বেয়ার্ড আবিষ্কৃত টেলিভিশন আমাদের সেই চাহিদা মিটিয়েছে। ঘরে বসেই আমরা টেলিভিশনের মাধ্যমে পৃথিবীর দূরান্তের ছবি দেখি।

একথা নিসন্দেহে বলা চলে যে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের ফসল মানুষ আজকে ভোগ করছে। কিন্তু এর ফলে মানবজীবনে আসছে কর্মবিমুখতা। আর এই অলসতার জন্য অত্যাধিক আরামপ্রিয়তার কারণে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি আমরা।

এতদসত্ত্বেও বলা চলে যে বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে আমাদের অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণ হয়েছে, সংস্কার মুক্ত হয়েছি আমরা। মানুষের জীবনকে মঙ্গলময় করতে বিজ্ঞান সর্বতোভাবে সচেষ্ট।

21.08.2020

[Class-III children, তোমরা ব্যাকরণ/রচনা খাতায় এই রচনাটি লিখে মুখস্থ করবে।]